দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...16 JUL 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

46

শিক্ষাঙ্গন

মার্কস সার্টিফিকেটে মারাত্মক ভুল

আমি যশোর বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় সরকারী বিএল কলেজের একজন নিয়মিত ছাত্র হিসেবে অংশগ্রহণ করি এবং প্রথম বিভাগে কৃতকার্য হই। অতপর মার্কর্স সার্টিফিকেট উঠিয়ে বিষয়ওয়ারী নম্বরে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করি। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞান প্রথম পত্রের (১৮) মার্ক খুবই দুঃখজনক ও আপত্তিকর বিধায় যথাযথ নিয়মে ঐ খাতা পুনঃ নিরীক্ষার জন্য বোর্ড সমীপে আবেদন করি। যথাসময়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষ পুনঃ নিরীক্ষার ফলাফল ডাকযোগে রেজিষ্ট্রি চিঠি মারফত আমাকে অবহিত করে যে, সমাজ বিজ্ঞান প্রথম পত্রের ১৮-এর স্থলে ৮০ পেয়েছি। প্রকাশ থাকে যে, আমার পূর্বের মার্কস সার্টিফিকেটের সর্বমোট নম্বর ৬৪২ ছিল কিন্তু এখন বেড়ে ৭০৪-এ দাঁড়াবে। এ কথা সর্বজন বিদিত যে, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এইচএসসি পরীক্ষার পারসেনটেস হিসেবে শতকরা ৬ মার্ক ভর্তি পরীক্ষা ফলাফলের সঙ্গে যোগ করে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। আমি যেহেতু তখন পর্যন্ত সংশোধিত নতুন মার্ক সার্টিফিকেট পাইনি বিধায় পূর্বের (৬৪২) নম্বর প্রাপ্ত মার্ক সার্টিফিকেট নিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি সেহেতু ৪.৫ পয়েন্ট বা ২২০০ ছাত্র-ছাত্রীর পিছে পড়ি এবং প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া থেকে চিরতরে বঞ্চিত হই। বোর্ড কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক সংশোধিত নতুন মার্ক সার্টিফিকেট পাওয়ার আশায় ইতোমধ্যে আমি পূর্বে ইস্যুকৃত মার্ক সার্টিফিকেটসহ প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি অত্র বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সমীপে জমা দিয়েছি। কিন্তু আজ তিন মাস অপেক্ষা করেও আমি আমার সংশোধিত, পরিবর্ধিত নতুন মার্কস সার্টিফিকেট খানা হাতে পাইনি। অথচ ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী-বেসরকারী কলেজসমূহ তাদের ভর্তির কাজ চূড়ান্ত করেছে।

সংশোধিত নতুন মার্কস সার্টিফিকেটের অভাবে আমি এখনও পর্যন্ত কোথাও ভর্তি হতে পারিনি। বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট আমার প্রশ্ন— আমি কি তাহলে উচ্চ শিক্ষা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হবো, না-কি আগামী বছরের জন্য অপেক্ষা করবো?

—মুহাঃ মাসুদুর রহমান রানা,
গ্রাম ও পোঃ চাঁদখালী-৯২৮৪,
পাইকগাছা-খুলনা,
বাংলাদেশ।